দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে বাংলা ভাষার উপর সেমিনারে তথ্য প্রকাশ

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্ বাংলাকে এদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী পালিত হতে যাচ্ছে মহান ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী। এ উপলক্ষে গতকাল (শুক্রবার) সকাল ১০টায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা ভাষার বিকাশের ধারা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফসর আবুল হাসান মু. সাদেক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একমাত্র এশিয়ান ইউনির্ভাসিটিতে বাংলা ভাষায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনর সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্য কোন ভাষা কিংবা সংস্কৃতি থেকে ধার করা অনাবশ্যক। তবে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে আমাদের উদার হতে হবে।

কবি আবদুল হাই শিকদার বিশেষ অতিথির ভাষণে হাজী মোঃ ইলিয়াছকে বাংলা ভাষার আদি পিতা আখ্যায়িত করে বলেন, ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যে আন্দোলন হয়েছিল সেটা একটি বিশেষ পর্যায়ে যেমন ঠিক, তেমনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন, সেই ইতিহাসও আমাদের জানতে হবে। তিনি বলেন; ইংরেজ আমলে মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষায় এগিয়ে আসেননি– কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। আসল ঘটনা হলো, মুসলমানরা যাতে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দুদের সমপর্যায়ে চলে যেতে না পারে তারই ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেকেই বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে কলেজটিকে মনে করেন। আসল চিত্রটি ছিল ভিন্ন। বাংলা ছিলো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ভাষা, সেটাকে সরকারী হালুয়া রুটি লিপ্সু একটি বিশেষ শ্রেণীর ভাষায় রূপান্তরিত করাই ছিল কলেজটির কাজ। সপ্তদশ শতকের রাজা লক্ষণ সেন-এর উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার আমলে বাংলা ভাষাকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য শত শত বাঙালী কবিকে হত্যা করা হয়েছিল। বহু বাঙালী পন্ডিত দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ফলে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ এদেশে পাওয়া না গিয়ে নেপালের পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল।